UMESCHANDRA COLLEGE

Internal Examination Semester-I, 2017

Subject : Communicative English

Time : 2 hrs. **Full Marks :** 50

Section-I

A. Fill in the blanks (any 5) 5×1

1. They formed _____ union. (a / an)
2. He is ____ untidy boy. (a / an)
3. Honest men speak ____ truth.
4. The river flows ____ the bridge.
5. She came ____ eight in the evening.
6. He spent his life ____ Kolkata.
7. The cat jumped ____ the bed.

B. Change the sentences according to the instructions (any 5) : 5×1

1. Please keep quiet. (Change the voice)
2. He took my book and did not return it (Change the voice)
3. He told the men, "Stand still." (Change into Indrect Speech)
4. Akbar was one of the greatest kings. (Change from Superlative to Comparative)
5. He wore a purple cloak. (Change into complex sentence)
6. She gave me a page which had no writing on it. (Change into Simple sentence)
7. Humpty Dumpty sat on a wall. (Change into interrogative)

Section-II

C. 1. Write a cover letter and CV of a Maths teacher applying to the Principal of a reputed private school.

Or

2. Write a letter to the editor of a newspaper about the ban of fireworks and fire crackers this Diwali by the Supreme Court. 10×1

D. 1. Write a circular to your clients for early payments because of applicability of GST.

Or

2. As the principal of your college, write a notice asking all students and staff to participate in a seminar on Human Rights to be held in the college auditorium. 10×1

UMESCHANDRA COLLEGE

Internal Examination Semester-I, 2017

B.Com. 1st year (Hons. + Gen.)

Subject : Hindi

Time : 2 hrs. **Full Marks :** 50

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to answers in their own words as far as practicable.

Time : Full Marks : 50

1. निम्नलिखित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए : 15

वर्तमान की कौन-सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को सम्पूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है, वह जान लेना सहज होता तो मैं भी आज गाँव के उस मलिन सहमे नन्हें-से बिद्यार्थी की सहसा याद आ जाने का कारण बता सकती, जो छोटी लहर के समान ही मेरे जीवन तट को अपनी सारी आर्द्रता से छुकर अनंत जलराशि में विलीन हो गया है।

(क) प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से हैं? इसके लेखक कौन हैं? 2

(ख) अतीत की कौन सी घटना रचनाकार को याद आती हैं? 3

(ग) उस नन्हें और मलिन विद्यार्थी के बारें में संक्षिप्त परिचय दीजिये। 5

(घ) रेखांकित अंश की ब्याख्या करे। 5

अथवा

किन्ही तीन प्रश्नों के उत्तर लिखिए : 3×5=15

(क) 'पर्यावरण संरक्षण' के महत्व को रेखांकित कीजिए?

(ख) 'घीसा' रेखाचित्र के आधार पर घीसा की गुरु—भक्ति का संक्षिप्त विवेचन कीजिये?

UMESCHANDRA COLLEGE

আধুনিক ভারতীয় ভাষা

বাংলা

বিষয় : বাণিজ্য বিভাগ

সময়— ২ ঘণ্টা পূর্ণমান—৫০

১। নিম্নলিখিত যে কোনো একটি প্রবন্ধের অংশ অবলম্বনে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লেখো। ১৫

(ক)বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দুর হইতেছে। কিন্তু যাহা যাইতেছে তাহার স্থানে নূতন জঞ্জাল কিছু কিছু জমিতেছে। ধর্মের বুলি লইয়া যেমন অপকর্ম সৃষ্ট হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গড়িয়া উঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যেসকল ভ্রান্ত ধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির কথা বলিতেছি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য—বিদ্যুৎ। তীব্র উপহাসের ফলে এই শব্দটির প্রয়োগে আজকাল কিঞ্চিৎ সংযম আসিয়াছে। টিকিতে বিদ্যুৎ, পইতায় বিদ্যুৎ, গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ—এখন বড় একটা শোনা যায় না। গল্প শুনিয়াছি, এক সভায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্যের ক্রুদ্ধ চক্ষু হইতে এমন প্রচণ্ড বিদ্যুৎস্রোত নির্গত হইল যে সমস্ত সমুদ্রের জল এক নিমেষে বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন অক্সিজেন রূপে উবিয়া গেল।। সকলে অবাক হইয়া এই ব্যাখ্যা শুনিল, কেবল একজন ধৃষ্ট শ্রোতা বলিল—'আরে না মশায়, আপনি জানেন না, চোঁ ক'রে মেরে দিয়েছিল'।

বিদ্যুতের মহিমা কমিলেও একেবারে লোপ পায় নাই। বৈদ্যুতিক সালসা বৈদ্যুতিক আংটি বাজারে সুপ্রচলিত। অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ এখন আর শাস্ত্র বা প্রবাদের উপর নির্ভর করে না। ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অতএব অষ্টধাতুর উপযোগিতা আরও বেশী না হইবে কেন।

উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শুইতে নাই, শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্র কারণ নির্দেশ করে না সুতরাং বিজ্ঞানকে সাক্ষী মানা হইয়াছে। পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড চুম্বক, মানুষের দেহও নাকি চুম্বকধর্মী। অতএব উত্তরমেরুর দিকে মাথা না রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণমেরু নিরাপদ কেন হইল তাহার কারণ কেহ দেন নাই।

জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধুঁয়া বাহির হয় তাহা অত্যন্ত বিষ এই প্রবাদ

বহুপ্রচলিত। অপবিজ্ঞান বলে—জোনাকি হইতে আলোক বাহির হয় অতএব তাহাতে প্রচুর ফসফরাস আছে, এবং ফসফরাসের ধুঁয়া মারাত্মক বিষ।

(অ) বিজ্ঞানচর্চা প্রসারের প্রাচীন সংস্কার কীভাবে দুর হচ্ছে? ৩

(আ) লেখকের নামসহ প্রবন্ধটির নাম উল্লেখ কর। ২

(ই) অপবিজ্ঞান কাকে বলে? ১

(ঈ) উত্তর দিকে মাথায় রেখে শুতে নেই কেন? ৩

(উ) ফসফরাসের ধুয়া মারাত্মক বিষ কেন? ২

(ঊ) বৈদ্যুতিক সালসা কী? ১

(ঋ) সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি কী? ২

(৯) ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকার কারণ দর্শাও? ১

অথবা

১। (খ) অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাকেই ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে-মোতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভালো দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দেখি। 'ব্রাহ্মণে'র সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর 'মীমাংসাভাষ্য' দেখ, পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' দেখ, শেষ—আচার্য শংকরের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীনকালের সংস্কৃত দেখ। এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরাভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধুম-দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর ধুম ধুম ক'রে—'রাজা আসীৎ'!!! আহা হা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও-সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল, তখন এই-সব চিহ্ন উদয় হ'ল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়িটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা-পাতা চিত্র-বিচিত্রর কি ধুম!!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল—ছত্রিশ নাড়ীর টান তাই রে বাপ! তার উপর মুসলমান

ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সংগীত কোনো কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সংগীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ি ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।

(অ) পুস্তকের ভাষার সঙ্গে ঘরে-কথার পার্থক্য কোথায়? ৩

(আ) মরা ভাষা কাকে বলে? ২

(ই) 'ঘরে-কথা-কওয়া'—বলতে কী বোঝ? ১

(ঈ) কোন ভাষা গ্রহণীয় হওয়া উচিত বলে মনে হয়? ৫

(উ) চলিত কথায় ভাবরাশি প্রকাশের মাধ্যম কী? ২

(ঊ) 'ছত্রিশ নাড়ীর টান'—কথাটির তাৎপর্য লেখ। ২

২(ক) "ডেঙ্গু যেন মহামারীর রূপ নেবে"—এ বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

অথবা

(খ) সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিম্নলিখিত অংশটির অনধিক ৫০ শব্দে পুনর্নির্মাণ করো।

'আমি ভিআইপি—ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্সন নই। আমি এলআইপি—লিস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্সন। চেয়ারের মোহ আমার নেই। আপনারা বাংলায় এসে দেখুন। বাংলা কীভাবে বদলে গেছে। এসে নিজের চোখে দেখে যান কীভাবে রাজ্য বদলেছে।' বাংলার 'দিদি' বুধবার এভাবেই দেশের শিল্পপতিদের বাংলায় আমন্ত্রণ করলেন। মুম্বইয়ের তাজ প্যালেসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, "আমি মিথ্যে কথা বলি না। প্রতিশ্রুতি দিই না। যেটুকু করতে পারব সেটাই বলি। নিজের মুখে বলব না। আপনারা পরখ করে নিন।'

শিল্পপতিদের সম্মেলনে তাঁকে যে দিদি বলা হল, তার কারণ সজ্জন জিন্দালের তৈরি করা আমন্ত্রণপত্রটি দেখলেই বোঝা যাবে। 'দিদি ইন কনভারসেশন উইথ সজ্জন জিন্দাল'। দেশের অন্যতম ধনী শিল্পপতি সজ্জন জিন্দাল বুধবার মুম্বইয়ে অন্য বিশিষ্ট শিল্পপতিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে এভাবেই পরিচিত করালেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে দেশের কোথাও কারও সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না। তিনি এতটাই নামকরা

রাজনীতিবিদ। রাজ্যে তাঁকে দিদি বলে ডাকেন অনেকেই। যাঁরা কাছের মানুষ মনে করেন তাঁরা তাঁকে দিদি বলে ডাকতেই পছন্দ করেন। দিদি নিজেও সে-ডাক কম ভালবাসেন না! আজ সজ্জন জিন্দাল-সহ তাবড় শিল্পপতিদের কাছেও তিনি 'দিদি' হয়ে উঠলেন। সজ্জন জিন্দাল এই অনুষ্ঠানের জন্য যে কার্ডটি বিতরণ করেছেন তার ওপরে শুধু 'দিদি ইন কনভারসেশন...' লেখা নেই, তার সঙ্গে রয়েছে ৯২-এর মমতা ব্যানার্জির ব্রিগেডের একটি ছবি। যেখানে ব্রিগেড ছাপিয়ে জনসমুদ্র হয়েছিল। আর বেজেছিল মৃত্যুঘণ্টা। এই আমন্ত্রণপত্রে দিদিকে 'ফিয়ারলেস ও কারেজিয়াস'—অর্থাৎ ভয়হীন ও সাহসী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিশিষ্ট শিল্পপতিদের সামনে রাজ্যের বিনিয়োগের ছবি তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মুম্বইয়ের তাজ প্যালেসে।

৩(ক) 'শতাব্দীর সূর্য' কবিতাটির মর্মার্থ ও কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ কর। ১০

অথবা

অন্যায় যে করে অন্যায় সে সহে তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে'—উল্লেখ্য পঙ্‌ক্তির তাৎপর্য লেখ।

৪। যে-কোনো পাঁচটি শব্দের বাংলা পরিভাষা লেখো। ৫

Basic pay, Demography, Casual, Agronomy, Abstract, Bidding, Cacology, Jargan, Nomads, Lexicon.

৫(ক) রবীন্দ্রনাথের পোষ্টমাস্টার গল্পের বিষয়বস্তু বিবৃত করে ছোটগল্প হিসাবে কতদূর সার্থক তা আলোচনা করে দেখাও। ১০

অথবা

(খ) "আমি মরি নাই গো, মরি নাই"—উক্তিটি কার। এই উক্তির আলোকে কাদম্বিনী চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

UMES CHANDRA COLLEGE

TEST EXAMINATION – 2017

URDU

B. Com. (HONS.) 1st Year.

Commerce Group.

Full Marks: 50

Time: 2 Hours

The Figure in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

5X1=5 ۱۔ درج ذیل میں سے کسی پانچ کے مختصر جواب دیجیے۔

(الف) (i) افسانہ پانکی کا خالق کون ہے؟

(ii) غالب کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟

(iii) نظم سپاہی کا خالق کون ہے؟

(iv) میر کا کوئی مشہور شعر قلم بند کیجیے۔

(v) خردمند کون تھا؟

(vi) سرسید احمد خاں کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟

(vii) اس امید میں بادشاہ کی عمر چالیس برس کی ہوگئی۔
کس امید میں بادشاہ کی عمر چالیس برس کی ہوگئی؟

5 (ب) سرسید احمد خاں کی نثر نگاری کا جائزہ لیجیے۔

5 ۲۔ مرزا غالب کی شاعری پر نوٹ لکھیے۔

یا

نظم صبح آزادی کا خلاصہ لکھیے۔

2½+2½=5 ۳۔ درج ذیل اشعار میں سے کسی دو کی تشریح کیجیے۔

(i) نازکی اس کے لب کی کیا کہیے
پنکھڑی اک گلاب کی سی ہے

(ii) ہستی اپنی حباب کی سی ہے
یہ نمائش سراب کی سی ہے

(iii) آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی
اب کسی بات پر نہیں آتی

10 ۴۔ کسی کالج یونین کی سیاسی سرگرمیوں پر ایک رپورٹ تیار کیجیے۔

یا

آپ کے کالج میں منعقد ہونے والی کسی ایک تقریب کی روداد لکھیے۔

10 ۵۔ کسی ایک خیال کی توضیح کیجیے۔

(i) ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔

(ii) گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔

5 ۶۔ درج ذیل محاورات میں سے کسی پانچ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔

آپ آپ کرنا - حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنا - شرمندہ ہونا - جی بھر کر رونا -
مردہ بھاری ہونا - منہ تنگ کرنا -

5 ۷۔ درج ذیل میں سے کسی پانچ کی اردو اصطلاح لکھیے۔

Advocate General, Audio visual Aid, Article, Basic Democracy, Blood Transfusion, Confidential Aid.